আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রকাশ : শনিবার, ১৫ জুন, ২০১৯ ০০:০০ টা

স্বল্প মেয়াদে এটি জনবান্ধব

আকবর আলি খান

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান বলেছেন, কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি অবাস্তব সংখ্যা দিয়ে বাজেট প্রস্তাব করা হয়। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা, প্রবৃদ্ধিসহ প্রতিটি সংখ্যাই অবাস্তব। এর কোনোটাই অর্জিত হবে না। তবে স্বল্প মেয়াদে এই বাজেট জনবান্ধব বলা যায়। গতকাল রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। বাজেট পর্যালোচনার অংশ হিসেবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। আকবর আলি খান বলেন, আগামী ৩০ জুনের মধ্যে বাজেট পাস হবে। মাত্র ১৫ দিনে বাজেটের দীর্ঘ দলিল কোনো সদস্যই পড়তে পারবে না। অর্থাৎ আলোচনা ছাড়াই বাজেট পাস করা হবে। ১৯৭২ সালে দেখেছি বাজেটে কোন খাতে কত আয় হবে, কোন খাতে কত ব্যয় হবে তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা। নতুন কর আরোপ করায় কত টাকা রাজস্ব আয় হবে, প্রত্যাহার করায় কী পরিমাণ কমবে রাজস্ব। কিন্তু এখন সেটা করা হয় না। কারণ জনগণকে বাজেটের হিসাব না দেওয়া। এখন শুধু পরিমাণ উল্লেখ করে বলা এটা আয় করব, এটা ব্যয় করব। বছর শেষে দেখা

যায় একটাও হয় না। অবাস্তব সংখ্যা দিয়ে কল্পকাহিনী তৈরি করা হয়েছে ১০ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি নিয়ে যাবে। ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পরিবেশ আমাদের নেই।

তিনি বলেন, বেসরকারি বিনিয়োগ, ডুয়িং বিজনেস সূচক, ব্যাংকিং পরিস্থিতি সবই নেতিবাচক। বেসরকারি বিনিয়োগের প্রধান উৎস ব্যাংক খাত সংকটে রয়েছে। এখন বলা হচ্ছে ব্যাংক খাত সংস্কার করবে। এ জন্য আইন করা হবে। ৩০ বছর আগেই ব্যাংক রাপট আইন, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট আইন সব করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হয়নি। কর্তৃপক্ষের কারও কোনো আইন বাস্তবায়নের আগ্রহ-সদিচ্ছা নেই। নতুন করে আইন কী করা হবে? তিনি বলেন, বাজেটে নৈমিত্তিক ব্যয় বেড়েছে। প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকা যাবে ঋণ ও সুদ পরিশোধে, একই পরিমাণ যাবে বেতন-ভাতা পরিশোধে। জনগণের জন্য কী থাকবে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে কিছু বরাদ্দ রাখা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদে বাজেট জনবান্ধব হলেও দীর্ঘ মেয়াদে দেশের জন্য কোনো কিছুই নেই। আমি নগদ পেলাম কিন্তু আমানতে কিছু থাকল না তাহলে কীভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। ঘাটতি বাজেট হলেও সমস্যা হয় না যদি বিনিয়োগ হয়। কিন্তু বিনিয়োগ হওয়ার বা বৃদ্ধি পাওয়ার মতো কোনো কিছুই আমাদের নেই। জ্বালানি সংকট যেমন রয়েছে পাশাপাশি যে পরিবেশ থাকা জরুরি তার জন্য বাজেটে কোনো ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।